টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

পলিসি ব্রিফ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬:
তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ ও মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৫৯

নভেম্বর ২০১৭

প্রেক্ষাপট

'এজেন্ডা ২০৩০' বা এসডিজি'র মোট ১৭টি বৈশ্বিক অভীষ্টের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট হচ্ছে এসডিজি ১৬, যেখানে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ' করার কথা বলা হয়েছে। এসডিজি'র অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের জন্যও এই অভীষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য ১২টি, এবং সূচক ২৩টি।

এসডিজি ১৬ অর্জনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলোর ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সম্প্রতি একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এই পলিসি ব্রিফ এসডিজি ১৬'র একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ১৬.১০, বিশেষকরে তথ্যপ্রাপ্তির অবাধ সুযোগ ও মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জনে আইনি ও কাঠামোগত প্রস্তুতি, বাস্তব পরিস্থিতি, এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

লক্ষ্য ১৬.১০

"জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে, তথ্যের প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষাকরণ"।

প্রস্তুতি

বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে মৌলিক কিছু স্বাধীনতা যেমন আইনের চোখে সমতা, জীবন ও জীবিকার অধিকার, চিন্তা ও বিবেক এবং বাক স্বাধীনতা, সংঘ ও সভা/ সমাবেশ করার স্বাধীনতা, ধর্মচর্চা, আন্দোলনের স্বাধীনতা, এবং সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অধিকার (যেমন তথ্য অধিকার) সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও সনদে স্বাক্ষর বা অনুসমর্থন (আংশিক/সম্পূর্ণভাবে) করেছে। এর মধ্যে UDHR (মানবাধিকার), ICCPR (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার), CRC (শিশু অধিকার), CEDAW (নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপ), UNCRMW (অভিবাসী কর্মীর অধিকার), ILO Conventions (শ্রমিক অধিকার) উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মাধ্যমে তথ্যে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এই আইনে তথ্যের সংজ্ঞা, আবেদনকারীর চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেওয়ার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ, তথ্য সময়মতো না পেলে আপিল করার ব্যবস্থা, অগ্রহণযোগ্য আবেদনের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশনার ন্যূনতম মানদণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের অধীনে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া 'কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৫-২০২১' প্রণয়ন এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশন নির্দেশিকা, ২০১৪ জারি করা হয়েছে।

বাস্তবতা

যথাযথ আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এখনো চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে ১৯৫ জন এবং ২০১৫ সালে ১৯২ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। ২০১৬ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে ৯৭ জন ব্যক্তিকে গুম, অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে ১ জন, ২০১৫ সালে ৫ জন সাংবাদিক / ব্লগার হত্যার শিকার হয়েছেন।

তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে দেশের স্কোর এবং রেটিং মাঝামাঝি। ফ্রিডম ইন দি ওয়ার্ল্ড রেটিং (২০১৭) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ৪৭, যার অর্থ "আংশিক উন্মুক্ত"। ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স (২০১৭) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর

মধ্যে ৪৮.৩৬, এবং অবস্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম। গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিং (২০১৬) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১৫০ এর মধ্যে ১০৭ পয়েন্ট, এবং অবস্থান ১১১টি দেশের মধ্যে ২৪তম। বাংলাদেশে তথ্যের আবেদন প্রাপ্তির তুলনায় তথ্য সরবরাহের হার সন্তোষজনক - তথ্য কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে ৬,১৮১টি আবেদনের মধ্যে ৫,৯৪০ জন আবেদনকারীকে (৯৬%) তথ্য সরবরাহ করা হয়। সারাদেশের সবগুলো জেলা ও উপজেলায় প্রায় ২১,০০০ জন তথ্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিগুলোতে বিশেষকরে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন মেনে চলার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা সরকারের পক্ষ থেকে অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষণীয়। এসব ঘটনা তদন্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনীহা সরকারের পক্ষ থেকে সদিচ্ছার ঘাটতি হিসেবে প্রতীয়মান, এবং তদন্তের ফলাফল প্রকাশে স্বচ্ছতার ঘাটতি দেখা যায়। তথ্য ও মতামত প্রকাশের বিরুদ্ধে কোনো কোনো আইনের কয়েকটি ধারার অপব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যেমন, জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিশেষকরে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা বা তাদের পরিবারের সদস্যদের সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ৫৭ ধারার উদ্বেগজনক অপব্যবহার, এবং বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৬-এর ১৪ ধারার নিবর্তনমূলক অংশ অভিব্যক্তি এবং বেসরকারি সংস্থার স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে। এছাড়া 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭' এবং 'বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন', 'ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং অ্যাক্ট', 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট'-এর প্রস্তাবিত খসড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-নিষেধ বাড়াবে বলে আশংকা করা হয়।

সুপারিশ

আইনি সংস্কার

১. তথ্য অধিকার আইনে ব্যবসায়, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
২. তথ্য অধিকার আইনের অধিকতর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতির বিকাশ করতে হবে। চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের পদ্ধতি সহজতর ও জনবান্ধব করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা ও চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্যের অভিগম্যতার অধিকতর বিস্তৃতি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০১৩-এর ৫৭ ধারা বাতিল করতে হবে।
৪. বৈদেশিক অনুদান আইন ২০১৬-এর ১৪ ধারার নিবর্তনমূলক অংশ বাতিল করতে হবে।

প্রায়োগিক পর্যায়

৫. বিচার-বহির্ভূত হত্যার তদন্ত: সব ধরনের বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম ও পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুর বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য বিচার-বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে এবং অপরাধীদের আইনানুগভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www. ti-bangladesh.org
www. facebook.com/TIBangladesh